রাতের আঁধারে প্রভুর সান্নিধ্যে

রাতের আঁধারে প্রভুর সান্নিধ্যে

শাইখ সাঈদ ইবনে আলী আল কাহতানী

ভাষান্তর
আব্দুল আহাদ তাওহীদ

আয়ান
প্রকাশন

রাতের আঁধারে প্রভুর সান্নিধ্যে

শাইখ সাঈদ ইবনে আলী আল কাহতানী

সম্পাদক

আয়ান টিম

প্রথম প্রকাশ

মার্চ ২০২১

গ্রন্থস্বত্ব

আয়ান টিম

প্রকাশনায়

আয়ান প্রকাশন

পরিবেশনায়

মাকতাবাতুন নুর

ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা)

০১৯৭১-৯৬০০৭১

প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জা

ফেরদাউস মিকদাদ

মূল্য ২৪০ [দুই শত চল্লিশ] টাকা মাত্র

অনলাইন পরিবেশক

E book. com, রাইয়ান সপ, রকমারি, বই পৌছে দেই, হিকমাহ শপ, ওয়াফীলাইফ, খিদমাহশপ, সিগনেচার অফ নুর, উপকূল শপ, নূর বুক শপ, ইফাদাহ শপ, কিতাব ঘর, বইশালা ডট কম, রাহাত বুক শপ, বইকেন্দ্র, বই বাজার, সিয়ান বুক শপ।

উৎসর্গ

স্বপ্নযোগে এখনো যাকে আমি দেখতে পাই
স্মৃতির পাতায় যিনি রবেন চিরদিন অমলিন
আমার ভবিষ্যত উজ্জ্বলে যিনি ছিলেন সদা তৎপর
বিভোর ঘুমে এখনো যার জন্য আমি অশ্রু ঝরাই
যিনি বহু আগেই প্রভুর আহ্বানে তাঁর প্রেমাস্পদে সাড়া দিয়েছেন
বলেছিলেন, এপারে নয়, ওপারেই তোমার সাথে হবে মিলন আমার
যার ছন্দে ছন্দে আবৃত শব্দমালা এখনো আমার কর্ণকুহরে ঝংকার তুলে
যার মৃদু হাসি এখনো দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত আমার চক্ষুদ্বয়ে
তিনি **আব্দুল ওয়াজেদ তাফসীর ভাইয়া**
পরকালে একই পেয়ালা থেকে যেন হাউযে কাউসার পান করতে পারি
সেই কামনায়.....

আব্দুল আহাদ তাওহীদ

ভূমিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ : তাহাজ্জুদ ও রাত্রি জাগরণ

প্রথম পাঠ : তাহাজ্জুদের গুরুত্ব

দ্বিতীয় পাঠ : তাহাজ্জুদ সালাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ

তৃতীয় পাঠ : আগত বিষয়ের কারণে রাত্রি জাগরণের ফযীলত অপরিসীম

১. রাত্রি জাগরণের প্রতি রাসূল ﷺ এর উৎসাহ প্রদান এবং তাঁর মুবারকময় পা ফুলে যাওয়া
২. জান্নাতে যাওয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম রাত্রি জাগরণ
৩. জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদে মর্যাদা উন্নিত হওয়ার অন্যতম একটি মাধ্যম রাত্রি জাগরণ
৪. যারা রাত্রি জাগরণের ব্যাপারে যত্নবান এবং তৎপর আল্লাহ তাদের জন্য পূর্ণ সফলতার সাক্ষ্য দিয়েছেন
৫. যারা রাতে জাগ্রত থাকে আর যারা থাকে না উভয়ের মাঝে আল্লাহ বিস্তর পার্থক্য করেছেন
৬. রাত্রি জাগরণ করার ফলে পাপ মোচন হয়
৭. ফরজ সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হল তাহাজ্জুদ সালাত
৮. মুমিনদের বৈশিষ্টই হল তাহাজ্জুদ সালাত পড়া
৯. রাতে জাগ্রতকারীর উপর ঈর্ষা
১০. তাহাজ্জুদ সালাতে কুরআন পড়া মহান এক সফলতা

চতুর্থ পাঠ : তাহাজ্জুদ সালাত পড়ার সবচেয়ে উত্তম সময় হল রাতের শেষ তৃতীয়াংশ

পঞ্চম পাঠ : তাহাজ্জুদ সালাতের নির্দিষ্ট কোন রাকাত সংখ্যা নেই

ষষ্ঠ পাঠ : রাত্রি জাগরণের আদবসমূহ

১. ঘুমানোর সময় রাতে জাগ্রত হওয়ার নিয়ত করা
২. জাগ্রত হওয়ার সময় আল্লাহকে স্বরণ করা, চোখ মুছা ও মিসওয়াক করা
৩. প্রথমাবস্থায় তাহাজ্জুদ শুরু করবে দুই রাকাতের মাধ্যমে
৪. বাসায় তাহাজ্জুদ পড়া মুস্তাহাব
৫. অব্যাহতভাবে প্রতিদিন রাত্রি জাগরণ করা, মাঝে বিরতি না দেয়া
৬. প্রবল ঘুম আসলে উচিত হল সালাত ছেড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়া। যাতে করে ঘুম দূর হয়ে যায়
৭. জাগ্রত ব্যক্তির জন্য মুস্তাহাব হল তার পরিবারকে জাগ্রত করা
৮. তাহাজ্জুদ আদায়কারী কুরআনের একটি অংশ কিংবা এর চাইতে বেশি পাঠ করবে
৯. তাহাজ্জুদে স্বশব্দে কেরাত ও নিম্নস্বরে কেরাত প্রসঙ্গে
১০. রাত্রি বেলায় কখনো কখনো নফল সালাত জামায়াতে পড়া জায়েয আছে
১১. বিতিরের মাধ্যমে তাহাজ্জুদ শেষ করবে
১২. রুকু সেজদার আধিক্যের সাথে সাথে কিয়াম দীর্ঘ করা
১৩. কতটুকু সময় জেগেছে আর কতটুকু সময় ঘুমিয়েছে উভয়টির হিসাব নেয়া

সপ্তম পাঠ : রাত্রি জাগরণের নির্দিষ্ট কারণসমূহ

১. রাত্রি জাগরণের ফযীলত জানা এবং আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হওয়া

২. শয়তানের চক্রান্ত ও জাগ্রত হওয়া থেকে বাঁধা প্রদান
৩. আশাকে খাটো করা ও মৃত্যুকে বেশি বেশী স্বরণ করা
৪. সুস্থতা-অসুস্থতার সময়কে গনীমত মনে করা। যাতে করে অন্য সময় তার আমলনামায় সাওয়াব লিখে দেয়া যায়
৫. আগে আগে ঘুমিয়ে পড়ার প্রতি অভ্যস্ত হওয়া। যাতে করে উদ্যমতা ও শক্তি অর্জিত হয় রাতে ইবাদাত করার প্রতি
৬. ঘুমানোর আদব জানা এবং পবিত্রতা অর্জন করে ঘুমানো
৭. রাতে জাগ্রত হওয়ার জন্য প্রয়োজনে বাহ্যিক সকল আসবাবের সাহায্য নেয়া

অষ্টম পাঠ : রাত-দিনে যত ইচ্ছা তত নফল সালাত পড়া

নবম পাঠ : বসে বসে নফল সালাত পড়া জায়েয আছে

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : তারাবির সালাত

১. তারাবির সালাতের তাৎপর্য ও এর নামকরনের কারণ
২. তারাবি
৩. তারাবির সালাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। রাসূল ﷺ এর বক্তব্য ও কর্মের মাধ্যমে এটি সুন্নাত হিসেবে সাব্যস্ত
৪. তারাবির সালাত জামায়াতে পড়া শরিয়তসম্মত

ক. রাসূল ﷺ রমজান মাসে সালাত পড়ার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন, আগ্রহ প্রদান করেছেন

খ. রাসূল ﷺ তাঁর খোলাফায়ে রাশেদীনকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন

৫. রমাযানের শেষ দশকে জাগ্রত থাকার প্রতি সাধনা করা
৬. এশার সালাতের পর সুন্নাতে রাতেবার পরই তারাবির সালাতের সময়
৭. তারাবির সালতের নির্দিষ্ট কোন রাকাত সংখ্যা নেই

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বিতিরের সালাত

১. বিতির সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ
২. বিতির সালাত আদায় করার ফযীলত অপরিসীম
৩. বিতির সালাতের সময়

ক. পুরো সময়ই বিতিরের সালাতের অন্তর্ভুক্ত

খ. যার ধারণা হল, সে শেষ রাত্রিতে জাগ্রত হতে পারবে না তার জন্য ঘুমানোর পূর্বে বিতিরের সালাত আদায় করা মুস্তাহাব

গ. যার এ ধারণা যে, সে শেষ রাত্রিতে জাগ্রত হতে পারবে তার জন্য শেষ রাত্রিতে বিতিরের সালাত আদায় করা শ্রেয়

বিতিরের প্রকারভেদ ও তার সংখ্যা

ক. এগারো রাকাত সালাত পড়বে। প্রত্যেক দুই রাকাতের মাঝে সালাম ফেরাবে এবং এক রাকাত বিতির পড়বে

খ. তেরো রাকাত সালাত পড়বে। প্রত্যেক দুই রাকাতের মাঝে সালাম ফেরাবে এবং এক রাকাত বিতির পড়বে

গ. তেরো রাকাত। তবে প্রতি দুইরাকাতের মাঝে সালাম ফেরাবে এবং তার মাঝে শেষ পাঁচ রাকাত ধারাবাহিকভাবে আদায় করবে।

ঘ. মোট নয় রাকাত। এরমধ্যে অষ্টম রাকাত ব্যতীত অন্য কোথাও বসবে না। অতঃপর নবম রাকাত আদায় করবে।

ঙ. সাত রাকাত। শেষ বৈঠকেই শুধু বসবে। এর পূর্বে নয়। যেমনটি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

চ. সাত রাকাত। তবে এক্ষেত্রে শুধু ষষ্ঠ রাকাতেই বসবে।

ছ. পাঁচ রাকাত। তন্মধ্যে শুধু পঞ্চম রাকাতেই বসবে।

জ. তিন রাকাত। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় রাকাতের পর সালাম ফেরাবে তারপর এক রাকাত আদায় করে নেবে।

ঝ. ধারাবাহিকভাবে তিন রাকাত আদায় করা এবং শুধু শেষ বৈঠকেই বসা।

ঞ. এক রাকাত।

পঞ্চম পাঠ : বিতিরের সালাতে কেরাত পড়া প্রসঙ্গে..

ষষ্ঠ পাঠ : বিতিরের সালাতে দো'আ কুনূত প্রসঙ্গে

ক. বিতিরের সালাতে দো'আ কুনূত পড়বে।

খ. বিতিরের সালাতে দো'আ কুনূত পড়া প্রসঙ্গে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে অপর একটি দো'আ বর্ণিত আছে।

সপ্তম পাঠ : রুকুর পূর্বে এবং পরে দো'আয়ে কুনূত পড়া প্রসঙ্গে

অষ্টম পাঠ : দো'আয়ে কুনূত পড়ার সময় হাত উত্তোলন করা এবং মুত্তাকির আমীন বলা প্রসঙ্গে

নবম পাঠ : রাতের সর্বশেষ সালাত হল বিতির।

দশম পাঠ : বিতিরের সালাত শেষ করে দো'আ করা প্রসঙ্গে

এগারোতম পাঠ : একবার বিতিরের সালাত পড়ার পর আরেকবার বিতির না পড়া এবং বিতির পড়ে পরবর্তীতে তাকে বাতিল না করা প্রসঙ্গে

বারোতম পাঠ : বিতিরের সালাতের জন্য পরিবারকে জাগ্রত করা শরিয়তসম্মত।

তেরোতম পাঠ : বিতিরের সালাত ছুটে গেলে কা'যা করা প্রসঙ্গে

সূচনা বার্তা

সমস্ত প্রশংসা এজগত সংসারের একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ তা'আলার জন্য। যিনি এক ও অদ্বিতীয়। যাঁর নেই কোন অংশিদারিত্ব। হাশরের দিন একক রাজত্ব চলবে যাঁর। যাঁর ইশারায় রাতদিন আবর্তিত হয়। যিনি কারাগারের কুঠরি থেকে নির্যাতিত নিপীড়িত আল্লাহ ভীরুদের আর্তচিৎকার শুনতে পান। যাঁর অসীম দয়া থেকে বঞ্চিত নয় কোন পিপীলিকাও। যিনি নিপীড়িতদের প্রতি সহানুভূতি ও দরদি। যিনি ধনাঢ্য আর আমরা দারিদ্র। যাঁর আয়ত্বে রয়েছে সর্বপ্রকার জ্ঞান। যাঁর দৃষ্টিসীমার মধ্যে সকলেই বেষ্টিত। যাঁর চক্ষুসীমা থেকে আত্মগোপন করা আমাদের জন্য অসম্ভব।

অগণিত দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মহান রাষ্ট্রনায়ক, বীর সিপাহসালার, শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী মুহাম্মাদ ﷺ ইবনে আব্দুল্লাহর উপর। যাঁর আগমনে ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত সমাজ আলোর দেখা পায়। যাঁর পদচারণায় আরব সমাজের সেই সকল পথিক ধন্য, যারা সঠিক পথের দিশা খুঁজতে গিয়ে উদভ্রান্তের ন্যায় দিগবিদিক হয়ে আরব মরুভূমির আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছে। যিনি আল্লাহ প্রদত্ত বিধান সমাজে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ত্যাগ করেছেন আপন মাতৃভূমি। উম্মাহর প্রতি যাঁর অগাধ প্রেমভালোবাসা ছিল ভরপুর।

রহমতের বারিবহ মেঘ বর্ষিত হোক তাঁর পরিবারপরিজন ও সকল সাথীবর্গের উপর। কঠিন বিপদে যাঁরা ছিলেন তাঁর উত্তম সহচর। শান্তি বর্ষিত হোক তাবে'ঈদের , তাবে তাবে'ঈ এবং সকল মু'মিনের উপর।

পরসামাচারঃ তাহাজ্জুদ সালাত একটি নফল ইবাদাত। তবে এটি নফল ইবাদাতগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাহাজ্জুদ সালাত পড়ার জন্য গভীর রাতে ঘুম থেকে জাগতে হয়। এজন্য তাহাজ্জুদ সালাতের সাওয়াব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহু তাহাজ্জুদ সালাত সম্পর্কে বলেছেন "তাহাজ্জুদ সালাতে দোয়ার তুলনা হলো এমন যে, একটি তীর সফলভাবে লক্ষ্যভেদ করেছে"।

রাতের কিছু অংশে ঘুম থেকে উঠে সালাত পড়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করে। এর মাধ্যমে বান্দা ও আল্লাহর মাঝে স্থাপিত হয় গভীর সম্পর্ক।

আল্লাহ বান্দার উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন, যা কার্যত পাঁচ হলেও মিজানের পাল্লায় ৫০। আল্লাহ সুন্নাত-নফল সালাতকে ফরজ সালাতের ক্ষতিপূরণ এবং তাঁর নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসেবে স্থির করেছেন।

আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ বাপ-দাদার আমল থেকে যেভাবে বিতির সালাত পড়ে আসছে, তা যখন যাচাই করার পর সহীহ সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তখন তারা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। বিশেষ করে যারা রুটি-রুজির অন্বেষণে মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোতে পাড়ি জমায় তারা বিশেষ করে রমজান মাসে যখন তারাবিসহ বিতির সালাত জামায়াতের সাথে আদায় করে তখন সেখানকার পদ্ধতি দেখে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন।

আমাদের সমাজে এসকল শাখাগত বিষয়গুলো নিয়ে দ্বন্দ্ব-কলহ অব্যাহতভাবে লেগেই চলছে। আমরা সবাই কুরআন-সুন্নাহর মাধ্যমে নিজ নিজ বক্তব্য উত্থাপনের চেষ্টা করি। এবং কুরআন-সুন্নাহই আমাদের একমাত্র সত্যের মাপকাঠি। তাহাজ্জুদ, বিতির ও তারাবির সালাত জানতে হলে কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমেই আমাদেরকে জানতে হবে।

আর সেই মহৎ কাজটিই করেছেন আরবের প্রখ্যাত শাইখ ড.সাঈদ ইবনে ওয়াহাফ আল কাহতানী। তিনি "কিয়ামুল লাইল (রাত্রি জাগরণ) নামক গ্রন্থে খুব সুন্দরভাবে এ তিনটি বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেছেন। বক্ষমান পুস্তিকাটি– তার ভাষান্তরিক রূপ হল "রাতের আঁধারে প্রভুর সান্নিধ্যে"

প্রিয় পাঠক! বক্ষমান এ গ্রন্থটি অনুবাদ করার ক্ষেত্রে আমি কিছু নীতিমালা অবলম্বন করেছি, যেগুলো আমি পাঠক বোদ্ধাদের সমীপে পেশ করছি।

- **পাঠকের বুঝার সহযার্থে আরবী মূল অনুবাদের পরিবর্তে ভাবার্থ করা হয়েছে কোথাও কোথাও।**
- **অনুবাদের ক্ষেত্রে সাবলীল বাচন ও সরল অনুবাদের প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখা হয়েছে।**

অনুবাদের ক্ষেত্রে সাধ্যানুযায়ী নির্ভূল করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। বারংবার প্রুফ দেখা হয়েছে। তবুও মানুষ বলতে ভুল। ভুল শুদ্ধ মিলিয়ে মানুষ। মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। আর অনুবাদ জগতে নবীন আমি। নবীনের কচিহাতে ভুল হওয়াটা স্বভাবজাত একটি বিষয়। যদি অনুবাদজনিত কোন ভুল পরিলক্ষিত হয়, তবে তা জানানোর অনুরোধ রইল। ভুল সংশোধনের জন্য আমরা সদা- সর্বদা প্রস্তুত। ইনশাআল্লাহ।

আব্দুল আহাদ তাওহীদ

20.5.2021

abdulahadtawhid95@gmail.com

লেখক পরিচিতি

নাম, ড. সাঈদ ইবনে আলী ইবনে ওয়াহাফ আল-কাহতানী

জন্ম, ১৯৫১ সালে আল-আরীন, মক্কা, সৌদি আরব।

পিতা ড.আলী ইবনে ওয়াহাফ আল-কাহতানী

শিক্ষা জীবন, আপন মাতুলালয়ের ইমাম মুহাম্মাদ বিন সৌদ ইসলামী বিশ্যবিদ্যলয়।

ড. সাঈদ ইবনে আলী ইবনে ওয়াহাফ আল-কাহতানী ১৪০৪ হিজরিতে জামিয়া ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সৌদ থেকে "কুল্লিয়াতু উসূলিদ দ্বীন" বিষয়ের মাধ্যমে শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করেন।

অতঃপর ১৪১২ হিজরিতে তিনি 'আল হিকমাহ ফিদদাওয়াতি ইল্লাল্লাহ' বিভাগে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন এবং ১৪১৯ হিজরিতে 'ফিকহুদ্ দাওয়াহ ফি সহিহিল ইমামিল বুখারী' বিষয়ে পিএইচডি অর্জন করেন।

পেশা, মুসলিম বিশ্বে তিনি একজন পরিচিত ইমাম ও লেখক। এবং প্রফেসর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ইমাম মুহাম্মাদ বিন সৌদ ইসলামী বিশ্যবিদ্যালয়ে।

ড. সাঈদ ইবনে আলী ইবনে ওয়াহাফ আল-কাহতানী লিখিত কিতাবের সংখ্যা ৮০। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'হিসনুল মুসলিম'। কিতাবটি কয়েক মিলিয়ন কপি ছাপা হয়েছে, যা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ ও প্রচার হয়েছে। যা মুসলিম উম্মাহর জন্য এক বিশেষ নেয়ামত ও আত্মার খোরাক।

তাঁর রচিত আরবী কিতাবের একটি সংক্ষিপ্ত তালিক নিম্নে উল্লেখ করা হল।

من أحكام سورة المائدة.

مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة.

.العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة

.بر الوالـدين مفهوم. وفضائل وآداب وأحكام في ضوء الكتاب والسنة

.صلة الأرحام مفهوم وفضائل وآداب وأحكام في ضوء الكتاب والسنة

.حصن المسلم

.مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

.رمي الجمرات في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة

.الربا أضراره وآثاره في ضوء الكتاب والسنة

.زكاة الفطر في ضوء الكتاب والسنة

.الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

.شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة

.طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة

.آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة

.الجهاد في سبيل الله

.نور السنة وظلمات البدعة

.الجهاد في سبيل الله فضله ومراتبه وأسباب النصر على الأعداء

.صلاة المسافر مفهوم وأنواع وآداب ودرجات وأحكام

.نور الإيمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة

.شرح حصن المسلم

মৃত্যু, ১ই অক্টোবর ২০১৮। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল ৬৮ বছর। মৃত্যুর কারণ, লিভার ক্যান্সার।

পরিশেষে এই প্রার্থনা করছি, রাব্বে কারীম যেন তাঁর আদর্শ বুকে ধারণ করে তাঁর অসমাপ্ত কাজগুলো বাস্তবায়ন করার শক্তি-সামর্থ দান করেন।

ভূমিকা

নিশ্চয় সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআ'লারর জন্য। আমি তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি এবং ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি অন্তরের সকল অনিষ্টতা ও মন্দ কর্মগুলো থেকে। আল্লাহ তাআ'লার যাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা। আর আল্লাহ তাআ'লার যাকে ভ্রষ্টতার বেড়াজালে আবদ্ধ করেন তার কোন পথ প্রদর্শক নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ তাআ'লারর একত্ববাদের যে, তিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ এবং তাঁর কোন অংশীদারও নেই। আমি এরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,

মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও তাঁর প্রেরিত রাসূল। আল্লাহ তাআ'লার তাঁর উপর রহমতের বারিবহ মেঘ বর্ষণ করুক। সাথে অংশীদার হিসেবে থাকুক তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথীবর্গ। জীবন চলার পথে যারা ছিলেন তাঁর উত্তম সহচর। এবং তাঁদেরকে যারা কেয়ামত অবধি ন্যায়সঙ্গতভাবে অনুসরণ করেছেন ও বহুগুনে কল্যানের দো'আ করেছেন তাদের উপরও।

পরসমাচার-ঃ আমি قيام الليل (রাতের আঁধারে প্রভুর সান্নিধ্যে) নামক এ সংক্ষিপ্ত বক্ষমান গ্রন্থটিতে বিশদভাবে আলোচনা করেছি তাহাজ্জুদ সালাতের মহত্ব ও তাৎপর্য, রাত্রি জাগরণের ফযীলত, তা আদায় করার শ্রেষ্ঠ সময়, তার রাকাত সংখ্যা এবং রাত্রি জাগরণের আদব ও এর নির্দিষ্ট কারণসমূহ।

আমি স্পষ্ট করে বিশ্লেষণ করেছি তারাবি সালাতের গুরুত্ব, তার বিধি-বিধান, শ্রেষ্ঠত্ব, সময় এবং তার রাকাত সংখ্যা ও তারাবির সালাত জামায়াতে আদায় করার বৈধতা নিয়ে।

অবশেষে স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেছি বিতিরের সালাত, তার আহকাম, গুরুত্ব, প্রকারভেদ, তার সংখ্যা এবং বিতিরের সালাতে কেরাত পড়া, দু'আ কুনূত পড়া নিয়ে।

এ সংক্ষিপ্ত যাবতীয় বিষয় বিস্তারিতভাবে পাঠকবোদ্ধাদের নিকট কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তুলে ধরেছি।

বিতিরের সালাত আদায় করার পর দুআ করা, বিতিরের সালাতই রাতের সর্বশেষ সালাত এবং যে ব্যক্তি সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ল কিংবা সালাত আদায় করতে ভুলে গেল পরবর্তীতে সেই বিতিরের সালাত কাযা করা যাবে এ সংক্রান্ত সকল বিষয় সুস্পষ্টরূপে পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করেছি। আর প্রতিটি বিধানের সাথে দলিল-প্রমাণাদি পেশ করেছি সুন্দর সাবলীল বাচনভঙ্গিতে। আমি **শাইখ আব্দুল আজিজ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বাযের** বক্তৃতা ও তার হাদিস বিষয়ক জ্ঞান গর্ব আলোচনা থেকে অনেক উপকৃত ও অনুপ্রাণিত হয়েছি। আল্লাহ তাঁর সমাধিকে আলোকিত রাখুক কেয়ামত অবধি এবং জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চাসনে তার মর্যাদা সমাসীন করুন। আমীন।

আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লারর কাছে কামনা করছি তিনি যেন আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করে ভরপুর বারাকাত দান করেন এবং একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই আমি নিজেকে তাঁর সমীপে নিবেদন করছি। তিনি যেন আমার জীবদ্দশায় এবং আমার মৃত্যুর পর এ কিতাবের মাধ্যমে আমাকে উপকৃত করেন। যারা এ কিতাবকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বে তাদেরকেও উপকৃত করুন। কেননা আপনিই হলেন উত্তমদাতা ও শ্রেষ্ঠ প্রত্যাশার স্থল। আপনিই আমাদের জন্য যথেষ্ঠ। আর কর্মবিদায়ক হিসেবে আপনি কতইনা উত্তম। মন্দ কাজ থেকে বাঁচার ও ভালো কাজ করার কোন শক্তি নেই আপনি ছাড়া। শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষণ করুন আপনার বান্দা, আপনার রাসূল, সৃষ্টির সেরা, আমাদের নবী, আমাদের নেতা ও আমাদের আদর্শ মুহাম্মাদ ﷺ ইবনে আব্দুল্লাহর উপর। রহমতের বারিবহ মেঘ বর্ষণ করুন তাঁর পরিবার-পরিজন এবং তাঁর সাথীবর্গের উপর। এবং তাঁদেরকে যারা কেয়ামত দিবস পর্যন্ত উত্তমভাবে ও ন্যায়সঙ্গতভাবে অনুসরণ করেছেন ও করবে তাদের সকলের উপরও।

সংকলক

সাঈদ ইবনে আলি ইবনে ওয়াহাফ আল কাহতানী

জুমুআর দিন দ্বিপ্রহরে।

১.৯.১৪২১ হিজরী।

প্রথম পরিচ্ছেদ
তাহাজ্জুদ সালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

প্রথম পাঠ : তাহাজ্জুদের গুরুত্ব
আরবী ভাষায় বলা হয়ে থাকে

هجد الرجل إذا نام بالليل.وهجد إذا صلى بالليل

তাহাজ্জুদ সালাত আদায়কারী রাতের ঘুম বিসর্জন দিয়ে সালাতে দণ্ডায়মান থাকে।[১]

দ্বিতীয় পাঠ : তাহাজ্জুদ সালাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।[২]
সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে কুরআন, সুন্নাহ তথা আল্লাহর রাসূলের হাদিস এবং উম্মতের ইজমার ঐক্যমত পোষণ করার দ্বারা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার তাঁর বান্দাদের গুনাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿٦٤﴾

"আর যারা রাত যাপন করে তাদের রবের সামনে সেজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে থেকে।"[৩]

এটা মুমিনের গুনাবলীর মধ্য হতে অন্যতম একটি। অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার মুত্তাকিদের গুনাবলী ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন:

كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾

"তারা রাতে স্বল্পই ঘুমায়,এবং রাতের শেষ প্রহরগুলিতে ক্ষমা প্রার্থনা করে।"[৪]

---

[১] লিসানুল আরব: খন্ড: ৩/৪৩২, আল কামূসুল মুহিত: ৪১৮

[২] মাজমু' ফতোয়া: ইবনে বায রাহিমাহুল্লাহ, খন্ড: ১১/২৯৬

[৩] সূরা ফুরকান, আয়াত : ৬৪

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার পরিপূর্ণরূপে ঈমান আনয়নকারীদের পরিচয় দিতে গিয়ে কুরআনের অন্যত্রে ইরশাদ করেন:

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

"তাদের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে পৃথক থাকে; তারা তাদের রবকে ভয় ও আশার সাথে ডাকে। আর আমি তাদের যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। সুতরাং কেউ জানে না, তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী কত কিছু লুক্কায়িত রাখা হয়েছে-তারা যা করত তার প্রতিদানস্বরূপ।"[৫]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা অন্য আয়াতে বলেন:

يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾

"তারা রাতের প্রহরগুলিতে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে, এবং তারা সেজদা করে।"[৬]

আল্লাহ তাআ'লার আরো বলেন

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾

"আর তারা শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।"[৭]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার পূর্ণ ঈমান আনয়নকারীদের বৈশিষ্ট বর্ণনা করেন। যারা তাদের ইলম সহকারে রাত্রি জাগরণ করে। এবং তিনি অন্যদের উপর তাদের মর্যাদা উন্নিত করেছেন।

[৪] সূরা যারিয়াত, আয়াত : ১৭-১৮
[৫] সূরা সাজদাহ, আয়াত : ১৬-১৭
[৬] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১১৩
[৭] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৭

আল্লাহ তাআ'লার তাদের সম্পর্কে বলেন:

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٧﴾

"আচ্ছা! ঐ ব্যক্তি, যে রাতের প্রহরগুলিতে সেজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে এবাদতে রত থাকে, আর সে আখেরাতাকে ভয় করে এবং স্বীয় রবের রহমতের আশা রাখে (সে কি উল্লিখিত কাফেরের সমান)? আপনি বলুন, 'যারা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে আর যারা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে না, উভয়ে কি সমান?' উপদেশ কেবল তারাই গ্রহণ করে, যারা বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন।"[৮]

রাত্রিকালিন এবাদাতের মহত্ব ও তাৎপর্য বুঝাতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার তাঁর নবিকে বলেন:

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾

"হে বস্ত্রাবৃত (রাসূল ﷺ)! রাতে (সালাতে) দণ্ডায়মান থাকুন, কিছু অংশ ছাড়া, (দণ্ডায়মান থাকুন)-অর্ধ রাত, অথবা তা থেকে কিছুটা কমান, কিংবা তার চেয়ে বাড়িয়ে নিন এবং কুরআন পাঠ করুন ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে।[৯]"

অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার রাসূল ﷺ কে বলেন:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴿٧٩﴾

[৮] সূরা যুমার: ০৯
[৯] সূরা মুজ্জাম্মিল: ১-৪

"আর রাতের কিছু অংশে জাগ্রত থাকুন কুরআন সাথে নিয়ে-তা অতিরিক্ত এবাদাত আপনার জন্য। আশা করা যায় যে, আপনার রব আপনাকে মাকামে মাহমূদে অধিষ্ঠিত করবেন।"[১০]

অন্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার বলেন:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿٢٣﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾

"আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি ক্রমে ক্রমে। অতএব আপনার রবের নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধরুন এবং ওদের মধ্য থেকে কোন পাপিষ্ঠ বা অকৃতজ্ঞের আনুগত্য করবেন না। আর আপনার রবের নাম জপতে থাকুন সকাল ও সন্ধ্যায়। এবং রাতের কিছু সময় তাঁর উদ্দেশ্যে সেজদা করুন এবং তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন দীর্ঘ রাত পর্যন্ত।[১১]"

আল্লাহ তাআ'লার বলেন:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴿١٢﴾

"এবং রাতের কিছু অংশেও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং সেজাদার পশ্চাতেও।[১২]

আল্লাহ তাআ'লার অপর আয়াতে বলেন:

النُّجُومِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ ﴿٤٩﴾

[১০] সূরা আল ইসরা: ৭৯
[১১] সূরা আল ইনসান: ২৩-২৬
[১২] সূরা ক্বফ: ৪০

"আর রাতের কিছু অংশে জাগ্রত থাকুন কুরআন সাথে নিয়ে-তা অতিরিক্ত এবাদাত আপনার জন্য। আশা করা যায় যে, আপনার রব আপনাকে মাকামে মাহমূদে অধিষ্ঠিত করবেন।"[১০]

অন্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার বলেন:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿٢٣﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾

"আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি ক্রমে ক্রমে। অতএব আপনার রবের নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধরুন এবং ওদের মধ্য থেকে কোন পাপিষ্ঠ বা অকৃতজ্ঞের আনুগত্য করবেন না। আর আপনার রবের নাম জপতে থাকুন সকাল ও সন্ধ্যায়। এবং রাতের কিছু সময় তাঁর উদ্দেশ্যে সেজদা করুন এবং তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন দীর্ঘ রাত পর্যন্ত।[১১]"

আল্লাহ তাআ'লার বলেন:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴿٤٠﴾

"এবং রাতের কিছু অংশেও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং সেজাদার পশ্চাতেও।[১২]

আল্লাহ তাআ'লার অপর আয়াতে বলেন:

النُّجُومِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ ﴿٤٩﴾

[১০] সূরা আল ইসরা: ৭৯
[১১] সূরা আল ইনসান: ২৩-২৬
[১২] সূরা ক্বফ: ৪০

"এবং রাতের কিছু অংশেও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তারকারাজির অস্তগমনের সময়েও।[১৩]"

আর রাসূল ﷺ রাত্রিকালিন এবাদাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়েছেন। তিনি বলেন:

(1163) حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ»

" পবিত্র মাহে রামাদানের পর সর্বোত্তম নফল সিয়াম হল মুহাররম মাসের সিয়াম। আর ফরজ সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হল তাহাজ্জুদ সালাত।"[১৪]

তৃতীয় পাঠ : আগত বিষয়ের কারণে রাত্রি জাগরনের ফযীলত অপরিসীম।

১. তাহাজ্জুদ সালাতের প্রতি রাসূল ﷺ এর যত্নবান হওয়া এমনকি তাঁর মুবারকময় পা ফুলে যাওয়া।

তিনি রাত্রি জাগরণের প্রতি সীমাহীন সাধনা করতেন। হাদিসে আছে:

4837 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، سَمِعَ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ:

[১৩] সূরা ত্বূর: ৪৯
[১৪] সহীহ মুসলিম: কিতাবুস সিয়াম: ১১৬৩